ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 062 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৬২ ● কলকাতা ● ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৬ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 221

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐ আওয়াজের অর্থ হল সে বাচ্চাদের বলছে "তোমরা কোথায়?"
বাচ্চা 'চু' করে আওয়াজ দেবে- 'আমি এখানে।' বাস, হয়ে গেল কাজ!
ভাষা এরকম হওয়া চাই যাতে আত্মিক সম্পর্ক আছে। আত্মা ছাড়া যেমন শরীর মৃত, সেইরকমই আত্মিক সম্পর্ক ছাড়া ভাষা মৃত। উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদান হওয়া চাই।

ক্রমশঃ

দিল্লিতে বসে পদত্যাগ বাংলার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের মুখে বড় চমক। বাংলায় ২০২৬-এর ভোটের আগেই, পদত্যাগ করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য, এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন দিল্লিতেই। সেখান থেকেই পদত্যাগ করেছেন বাংলার রাজ্যপাল পদ থেকে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই পদত্যাগের কারণ জানা যায়নি।সূত্রের খবর, বাংলার রাজ্যপাল, দিল্লিতেই রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। তবে ঠিক কী কারণ তা যেমন এখনও স্পষ্ট হয়নি, তেমনই স্পষ্ট হয়নি, এরপর বাংলার রাজ্যপাল পদে কে বসবেন? কেন্দ্র ভোটমুখী বাংলায় কাকে রাজ্যপাল হিসেবে পাঠাবেন, সেদিকেই নজর। নজর এই ঘটনায় রাজ্যের শাসক দলের প্রতিক্রিয়া নিয়েও।সি ভি আনন্দ বোস। ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি মনোনীত হয়েছিলেন বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে। দীর্ঘ সময় এই পদে থাকলেও, একাধিকবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর মতভেদ সামনে এসেছে। তৃণমূল সরকারের নানা সিদ্ধান্ত

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

আদি নেতা রাহুল সিনহাকে রাজ্যসভায় পাঠানোয় হতাশ বিজেপির 'দলবদলু'রা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আদি শিবিরকে সন্তুষ্ট রাখতেই দীর্ঘদিনের সৈনিক রাহুল সিনহাকে রাজ্যসভায় পাঠাল করল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পাশাপাশি শমীক ভট্টাচার্যর দাবিকেও গুরুত্ব দিল দিল্লি। কারণ, একমাত্র শমীকই রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে তাঁর প্রথম পছন্দের নাম যে রাহুল সিনহা, তা দিল্লিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।প্রসঙ্গত, রাহুল সিনহা থেকে দিলীপ ঘোষরা বিজেপির এখন কোনও বড় দায়িত্বে নেই। রাহুল আগে কেন্দ্রীয় সম্পাদক হয়েছিলেন। আর দিলীপ হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি। বর্তমানে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর আমলে দিলীপকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দলে। আর পুরনো নেতা হিসাবে রাহুলকেও যোগ্য সম্মান দিয়ে রাজ্যসভার প্রার্থী করা হল। নব্য ও তৎকাল বিজেপিদের দাপটে ক্ষুব্ধ থাকা দলের আদি শিবিরকে সন্তুষ্ট করে বার্তা দিতেই পুরনোদের যে গুরুত্ব দিচ্ছেন শমীক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভোটের আগে দলের মধ্যে আদি-নব্য কোন্দল মেটাতে এটাই কৌশল বলে মনে করছে পদ্মশিবিরের একাংশ।দলের পুরনো নেতা হিসাবে রাহুলকে সম্মান দেওয়া উচিত বলেই সওয়াল করেছিলেন শমীক। দলের আদি নেতা রাহুলকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত দিল্লি নেওয়ায় হতাশ বঙ্গ বিজেপির দলবদলুরা। কারণ, নব্য তথা দলবদলুদের তরফেও পছন্দের কয়েকটি নাম পাঠানো হয়েছিল দিল্লির কাছে। সেই তালিকায় উত্তরবঙ্গের এক বিজেপি নেতাও ছিলেন। তা অবশ্য গ্রহণ করেনি দিল্লি।

দলের আদি শিবিরকে সন্তুষ্ট রাখতেই দীর্ঘদিনের সৈনিক রাহুল সিনহাকে রাজ্যসভায় পাঠাল করল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পাশাপাশি শমীক ভট্টাচার্যর দাবিকেও গুরুত্ব দিল দিল্লি। কারণ, একমাত্র শমীকই রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে তাঁর প্রথম পছন্দের নাম যে রাহুল সিনহা, তা দিল্লিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। দলের পুরনো নেতা হিসাবে রাহুলকে সম্মান দেওয়া উচিত বলেই সওয়াল করেছিলেন শমীক। দলের আদি নেতা রাহুলকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত দিল্লি নেওয়ায় হতাশ বঙ্গ বিজেপির দলবদলুরা।

শুধু তাই নয়, এবার নিজেদের পছন্দের কাউকে রাজ্যসভায় (Rajya Sabha) নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকেও বিরত থেকেছে দিল্লি। কারণ, দিল্লির পছন্দের থাকা অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে এখন চরম অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব। তাই এবার দলের রাজ্য শাখার মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে এবার ৯ জনের নাম নিয়ে বিবেচনা হচ্ছিল। শেষ যে ৯টি নাম দিল্লিতে গিয়েছিল তার মধ্যে রাহুল সিনহার নামও ছিল। যা সংবাদ প্রতিদিন-এর খবরে প্রকাশও হয়েছিল। শমীকই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, রাহুলকে রাজ্যসভার প্রার্থী করার। আর শেষমেশ সেটাতেই সিলমোহর দিয়েছেন মোদি-শাহ-নীতীন নবীনরা।

উল্লেখ্য, এর আগে লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে একাধিকবার প্রার্থী করা হয়েছিল রাহুল সিনহাকে। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে তিনি লড়েছিলেন। রাজ্যসভার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে এবার ৯ জনের নাম নিয়ে বিবেচনা হচ্ছিল। শেষ যে ৯টি নাম দিল্লিতে গিয়েছিল তার মধ্যে রাহুল সিনহার নামও ছিল। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াসাঁকো এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাবড়া আসন থেকে তিনি লড়েছিলেন। প্রত্যেকবারই ওই আসনগুলি বিজেপির জন্য 'সম্ভাবনাময়' ছিল। কিন্তু রাহুল একবারও জিততে পারেননি। আর এবার বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সাংসদ হতে চলেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ধর্না নিয়ে কপালে ভাঁজ বঙ্গ-বিজেপির, বিকল্প পথ খুঁজতে বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তাতে মূল বিতর্কিত আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। কারণ এসআইআর করতে গিয়ে বাংলার বিপুল বৈধ ভোটারের নাম কেটে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, বিপুল ভোটারকে বিচারাধীন বলে তালিকায় তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্নায় বসতে চলেছেন।তাছাড়া বঙ্গ-বিজেপি এই পরিস্থিতিতে পড়ে আপাতত স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে মুখে চাপে পড়ার কথা স্বীকার করবে না। বরং তৃণমূল ভয় পেয়ে এই কাজ করেছে বলবে। অথচ চাপ এতটাই বেড়েছে যে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বঙ্গ-বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর একটা ইমেজ তো আছেই। সেটা বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক। আর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর একটা বড় অংশের মানুষকে বোঝানো হয়েছে নাম বাদের ক্ষেত্রে দায়ী বিজেপি। তার উপর মুখ্যমন্ত্রীর ধর্না নিঃসন্দেহে একটা চাপের বিষয়। তাই একটা বৈঠকও করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার মেট্রো চ্যানেলে দুপুর ২টো নাগাদ ধর্নায় বসবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে হাজির হবেন

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

দিল্লিতে বসে পদত্যাগ বাংলার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের

নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা করেছেন সরকারের নানা নীতি নিয়েও। আবার নানা সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের ছবিও ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হতে এখনও সময় বাকি বেশ কিছুটা। মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত। তার আগেই আচমকা এই সিদ্ধান্তে জোর জল্পনা রাজনৈতিক মহলে।

(২ পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রীর ধর্না নিয়ে কপালে ভাঁজ বঙ্গ-বিজেপির, বিকল্প পথ খুঁজতে বৈঠক

বিপুল পরিমাণ বৈধ ভোটার। যাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের নাম এখনও বিচারাধীন। আর এই ধর্না নিয়েই কপালে ভাঁজ পড়েছে বঙ্গ-বিজেপির।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধর্না জনগণের কাছে বার্তা দেবে যে, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন যৌথ উদ্যোগে নাম কেটে গিয়েছে বৈধ ভোটারদের। আর মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতেই খোদ প্রশাসনিক প্রধান ধর্নায় বসেছেন। এটা আর কেউ করেনি। অর্থাৎ মানুষের কথা কেউ ভাবেনি। বিজেপি তো মানুষের কথা একেবারেই ভাবেনি। বরং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এসআইআর নিয়ে সুর চড়িয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের মরশুমে এই বার্তা গেলে বিজেপির ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। এটা বুঝতে পেরেই বঙ্গ-বিজেপির কর্তারা চাপে পড়ে গিয়েছেন। আর তাই এই ইস্যুতে বৈঠক করতে চলেছেন তাঁরা বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন' (অ্যাডজুডিকেশন)। আর এখন এটাই রাজ্য-রাজনীতির সবথেকে সরগরম করা ঘটনা।

মনোনয়ন জমা দিয়ে মাদার টেরেজার প্রসঙ্গ টানলেন রাজীব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যসভার মনোনয়ন জমা দিতে এসে মাদার টেরেজার প্রসঙ্গ টেনে আনলেন প্রাক্তন আইপিএস রাজীব কুমার। বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট সময়ে বিধানসভায় হাজির হয়েছেন তিনি। এরপরেই মুখ্য সচেতকের ঘরে যান রাজীব কুমার। তিনি এতদিন ধরে আইপিএসের দায়িত্ব সামলেছিলেন, এখন একজন রাজনীতিক।

আগামী ২ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত পাঁচজন রাজ্যসভার সাংসদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হবে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সাকেত গোখলে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মৌসুম বেনজির নূরের মেয়াদও একই সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জানুয়ারি মাসে তৃণমূলের রাজ্যসভার সংসদ পদত্যাগ করে তিনি কংগ্রেসের যোগদান করেন। তাই সেই আসন আগে থেকেই শূন্য

এরপর ৬ পাতায়

রাজ্যসভায় মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূলের ৫ সদস্য

বেবি চক্রবর্ত্তী

বেশ নাটকীয় ভাবেই বৃহস্পতিবার তৃণমূলের ৫ সদস্য মনোনয়ন জমা দিলেন রাজ্যসভায়। পশ্চিমবঙ্গের আরেকটিতে অবশ্য বিজেপির রাহুল সিনহা। প্রার্থীপদে রীতিমতো চমক দিয়েছে তৃণমূল। প্রার্থী করা হয়েছে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস রাজীব কুমার, রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। আজ, বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দিলেন তাঁরা। প্রার্থী হিসেবে আগামিদিনে কীভাবে কাজ করবেন, জানালেন সেই পরিকল্পনার কথাও। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেনকা গুরুস্বামী এদিন সাম্যের বার্তা দেন। ভারতীয় সংবিধান যে সম অধিকারের কথা বলে, সেটা রক্ষা করাই আগামিদিনে তাঁর কর্তব্য হবে বলে উল্লেখ করেন আইনজীবী।

তিনি বলেন, "আমি সংবিধান মেনে কাজ করার পক্ষে, সে সংসদ হোক বা আদালত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় সুযোগ দিয়েছেন রাজ্যসভায়। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সংবিধান মানুষকে সমান অধিকার দেয়। সেই সমান অধিকারের জন্য লড়াই করার সুযোগ পেলাম সংসদের উচ্চ কক্ষে।" অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক বলেন,"আমি চিরকাল মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলাম। সেই সুযোগ, সেই দায়িত্ব আমি পেলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।" অন্যদিকে, বাবুল সুপ্রিয় জানান, তাঁর কাছে পুরোটাই একটা পারফরম্যান্স। তিনি বলেন, "ভোটে জিতে এসে কাজ করা একটা প্রিপেড ব্যবস্থা। আগে ভোটে জেতা, তার পরে মানুষের জন্য কাজ করা। আগে রিকোয়েস্ট আসত গানের। সেখানে পারফর্ম করতে হত। পরে লোকসভায় জিতে কাজ করা শুরু করি, মানুষের রিকোয়েস্ট নিয়ে পারফর্ম শুরু করি। তারপর আবার মন্ত্রিসভায়। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবার আমার উপর ভরসা করেছেন।

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ-সফরের দিন বদল, ব্রিগেড সমাবেশ কবে

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগে রাজ্য-রাজনীতি তেতে রয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে। কারণ এই ভোটার তালিকায় বিপুল মানুষের নাম বাদ পড়েছে। অনেকের নাম আবার বিচারাধীন। সেখানে রয়েছে বহু বৈধ ভোটার বলে অভিযোগ। এই আবহে রাজ্য-রাজনীতি সরগরম হয়ে রয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার থেকে ধর্নায় বসছেন ধর্মতলায়।তাছাড়া ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের জন্য ৭ মার্চ ব্রিগেডে জনসভা করেছিলেন মোদি। এবার পাঁচ বছর পর আরও এক বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সেভাবে দেখা মেলেনি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের। এখন নির্বাচন সামনে বলে আসতে শুরু করেছেন তাঁরা। সামনে রাখা হয়েছে রথযাত্রা। যাতে কোনও উৎসাহ দেখায়নি বাংলার মানুষজন। সেই গ্রাউন্ড রিয়েলিটি রিপোর্ট পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উলটে শুক্রবার থেকে নাগরিক অধিকার খর্ব করার প্রতিবাদে সুর সপ্তমে তুলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখেই ঝটিকা সফর করছেন প্রধানমন্ত্রী বলে সূত্রের খবর।আর তার মধ্যেই এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্গ-সফর কাটছাট করলেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর। ব্রিগেড সমাবেশের তারিখও পরিবর্তন করা হয়েছে। একইসঙ্গে এখানে বেশিক্ষণ থাকছেন না মোদি।

এদিকে মার্চ মাসে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা রয়েছে। এখান থেকেই তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সুর চড়াবেন বলে খবর। আগামী ১৫ মার্চ ব্রিগেডে সমাবেশ করার কথা ছিল মোদির। কিন্তু সেই কর্মসূচির একসপ্তাহ আগেই বিজেপি সূত্রে খবর, দিন বদল করা হচ্ছে। ১৫তারিখের পরিবর্তে ১৪ মার্চ ব্রিগেডে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। আর তাই আগামী ১৩ তারিখ রাতেই কলকাতায় পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। আর ১৪ তারিখ, শনিবার ব্রিগেডে জনসভা করবেন। ওই সভা সেরেই তড়িঘড়ি ওইদিনই নয়াদিল্লি ফিরে যাবেন। আসলে বিপুল পরিমাণ নাগরিকদের নাম বাদ এবং বিচারাধীন থাকায় বাংলার মানুষ তেতে রয়েছেন। তার উপর মুখ্যমন্ত্রীর ধর্না চলবে। এই পরিস্থিতিতে ঠেকায় পড়ে সফর কাটছাট করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন' (অ্যাডজুডিকেশন)। এই আবহে প্রধানমন্ত্রী সফর ছোট করে ফেললেন।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছত্রিশতম পর্ব)

'মা, দিন, আজ আমি ঠাকুরকে খাবার থালাটা পৌঁছে দিয়ে আসি।' মা সারদা সবই জানতেন তবু সেই মহিলার হাতেই হাসিমুখে ঠাকুরের খাবার থালাটা তুলে দিলেন। এই ঘটনায় ঠাকুর সামান্য অসন্তুষ্ট হন। পরে তিনি মাকে বলেন, 'জান, ওই মেয়েটার স্বভাব চরিত্রে দোষ আছে। ওর হাতে আমাকে খেতে দিলে?' এ কথা শুনে মা সারদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব, কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি থাকতে পারব না।'

এমনই ছিলেন মা। ভক্তের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

রাতভর বামেদের অবস্থান বিক্ষোভে মীনাক্ষী ও পিয়ালী বসাক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এভারেস্ট জয়ী পিয়ালী বসাককে বামেদের অবস্থান বিক্ষোভে দেখে অনেকেই হয়তো অবাক হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে পিয়ালী একজন বাম মনস্ক মানুষ। নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে ধরনা চলছে তাদের। রয়েছেন সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, 'ক্যাপ্টেন' মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা। একদিন কাটলেও এখনও সিইও দফতরের বাইরে ধরনা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। যতক্ষণ না মনোজ আগরওয়ালের দেখা পাবেন, ততক্ষণ এই জায়গা থেকে উঠবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তারা। বুধবারই টি বোর্ডের সামনে থেকে বামেদের মিছিলে হাঁটেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তীরা। চক্রান্ত করে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়া যাবে না বলে তাঁরা দাবি জানান। সিইও দফতরের এসে সিইও মনোজ আগরওয়ালের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা জানান সেলিমরা। তবে সিইও দেখা করেননি। অধস্তন অফিসারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে বলেন। কিন্তু সেই স্মারকলিপি সিইও-কেই দেবেন।

এরপরই সিদ্ধান্ত নেয় বাম

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁরা নিঃসন্দেহে ভয়াভয় বৈশিষ্ট্য বহন করেন। তাঁরা স্বপক্ষীয়দের আনন্দ ও বিপক্ষীয়দের আশঙ্কার সংমিশ্রণ। চন্দ্রকেতুগড় মাতৃকাধর্মকে মুছে দেওয়া হয়েছিল, গুপ্তযুগের পূর্বেই তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, এজন্য পালযুগে ভীষণদর্শনা যোদ্ধামাতৃকারা আবির্ভূত হলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারত-কানাডা নেতাদের যৌথ বিবৃতি

(তৃতীয় পর্ব)

নতুন দিল্লি, ০২ মার্চ, ২০২৬

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থা এবং জাতীয় উন্নয়নে স্থায়ী অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা ভারত উপজাতি উৎসব (B T F) ২০২৬ কে উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং টেকসই জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বিনিময় প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মের উদাহরণ হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেন।

নেতারা সাম্প্রতিক কানাডা-ভারত ট্র্যাক টু কৌশলগত আলোচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা, উদীয়মান প্রযুক্তি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং মানুষ থেকে মানুষ বিনিময়ের মতো বিষয়গুলিতে কূটনৈতিক পুনর্গঠনকে সুনির্দিষ্ট সহযোগিতায় রূপান্তরিত করার পথ অন্বেষণের জন্য নীতিনির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী নেতা এবং নাগরিক সমাজকে একত্রিত করেছে।

নেতারা দুই দেশের মধ্যে অসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে সহযোগিতার শক্তিশালী ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সংযোগ এবং জনগণের সঙ্গে জনগণের বিনিময়ে এর উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা উভয় দেশে নিরাপদ, সুরক্ষিত, টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক বিমান চলাচলের বাস্তুতন্ত্রকে উন্নীত করতে অসামরিক বিমান চলাচল সহযোগিতার উপর তাদের যৌথ সমঝোতা স্মারক পুনর্নবীকরণের জন্য অব্যাহত কাজ চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এই সহযোগিতাকে আরও গভীর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলকতা এবং সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, নেতারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে ভারত-কানাডা সহযোগিতা আরও গভীর করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

নেতারা সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের মহাকাশ সহযোগিতার ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্বের জরুরিতা এবং পারস্পরিক সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো মহাকাশ সহযোগিতার উপর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে ৩০ বছর ধরে কানাডিয়ান মহাকাশ সংস্থা (CSA) এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) এর মধ্যে নির্মিত আস্থার ভিত্তিতে, মহাকাশ সংস্থাগুলি এবং তাদের জাতীয় ব্যবসা ও গবেষণা ইকো-সিস্টেমগুলি দ্রুত এবং যৌথভাবে উদীয়মান সুযোগগুলি অনুসরণ করার জন্য অবস্থান করছে।

মহাকাশ সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে, ভারত এবং কানাডা মহাকাশ এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতে এআইকে একীভূত করার জন্য যৌথ উদ্যোগগুলি অন্বেষণ করতে চায়। মহাকাশ অ্যাপ্লিকেশন এবং পৃথিবী পর্যবেক্ষণের জন্য এই এআই সরঞ্জামগুলি সহ-উন্নয়নের মাধ্যমে, উভয় দেশ উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেবে এবং তাদের প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী করবে।

নেতারা উভয় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক, নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের জন্য দূরবর্তী চিকিৎসার ডায়াগনস্টিক ক্ষমতা জোরদার করার জন্য এআই সহায়তা সরঞ্জামগুলিতে সহযোগিতা অন্বেষণ করতে সম্মত হয়েছেন।

শিল্প ও শিক্ষা অংশীদারিত্বের মূল্য স্বীকার করে, উভয় পক্ষই আন্তঃসীমান্ত কর্ম-সমন্বিত শিক্ষার সুযোগের একটি প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা পোষণ করে যা ভারতীয় প্রকৌশলী এবং গবেষকদের কানাডার বিশ্বমানের এআই গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং কানাডিয়ান প্রকৌশলীরা ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো ইকোসিস্টেমের বৃহৎ পরিসরে স্থাপনে ভারতের দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম করবে।

ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রেক্ষাপটে স্থিতিস্থাপক বৈদ্যুতিক গ্রিড সিস্টেমের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব স্বীকার করে, উভয় পক্ষই শক্তির বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এআই অ্যালগরিদম বিকাশের মাধ্যমে জ্ঞান ভাগাভাগির মাধ্যমে সহযোগিতা জোরদার করতে এবং উভয় দেশের নির্ভরযোগ্য, দক্ষ এবং জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন জলবায়ু পরিস্থিতিতে ব্যাটারি স্টোরেজ আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে সম্মত হয়েছে।

নেতারা অস্ট্রেলিয়া-কানাডা-ভারত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (A C I T I) অংশীদারিত্বের আওতায় অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং নয়াদিল্লিতে এআই শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে তিন দেশের এআই মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক বৈঠকের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাস্তব ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি যৌথ

ক্রমশঃ

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

বামেদের কটাক্ষ প্রতিকুরের - ধুয়ে দিলো নেট মহল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতীক উর রহমান অনেকটা 'দুদিনের যোগী'র মতো। তিনি সম্প্রতি বাম শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। আর তারপরেই কটাক্ষ করছেন বামেদের অবস্থান বিক্ষোভকে। পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশের দাবিতে সিইও দপ্তরের সামনে বুধবার রাতভর অবস্থান বিক্ষোভ করেন বিমান বসু-মহম্মদ সেলিমরা। তা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় খোঁচা প্রাক্তন বামনেতা তথ্য সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া প্রতীক উর রহমানের। লিখলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসই পথ দেখায়। শুনছি অনেকেই ধর্না দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।" সেই পোস্টেই কটাক্ষের বন্যা। কেউ লিখলেন, 'তোমার মাথা একেবারেই গেছে', কারও খোঁচা, 'দু'দিনের বৈরাগী...।'বিষয়টা ঠিক কী? এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ৬৪ লক্ষের নাম বাদ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত তৃণমূল। আগামী ৬ মার্চ ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসবের মাঝেই গতকাল অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশের দাবিতে সিইও দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে সিপিএম। ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, বিমান বসু-সহ দলের নেতা-কর্মীরা। এই অবস্থান বিক্ষোভকে কটাক্ষ করেই বুধবার রাতে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন প্রতীক উর। লেখেন, 'আবার প্রমাণিত হল, তৃণমূল কংগ্রেসই পথ দেখায়। মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন আগামী ৬ তারিখ SIR ইস্যুতে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ধর্নায় বসবেন। শুনছি দেখাদেখি অনেকেই ধর্না দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। জয় বাংলা।' শুরু হয়েছে প্রতিবাদের বন্যা। কেউ লিখেছেন, 'ভাই প্রতিকুর একজন সিপিএম পার্টির কর্মী হয়ে বলছি অন্যকে ছোট করতে গিয়ে নিজে হাসির খোরাক বা ছোট হয়ে যেও না|' কেউ লিখেছেন, 'আবারও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হল, চাইলেই সব শিঁড়দাড়া অবিক্রিত অবস্থায় রাখা যায় না।'

নতুন দলে কেন হুমায়ূন কবীর ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাত্র আড়াই মাসের মাথাতেই হুমায়ূন কবীর তার দলের নাম পালটের দিলেন। নামের সামনে নিয়ে আসলেন 'আম' শব্দটা। প্রশ্ন উঠেছে এটা হুমায়ুনকে করতে হলো কেন? আর এই নামেই হুমায়ুনের দলের রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর করল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, কেন নাম বদল করতে হল হুমায়ুনের দলের? গত বছর তৃণমূল তাঁকে সাসপেন্ড করার পরই নতুন দল গঠনের কথা জানিয়েছিলেন হুমায়ুন। ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তারপর ২২ ডিসেম্বর বেলডাঙায় সভা করেন। সেখানেই নিজের নতুন দলের নাম ঘোষণা করেন হুমায়ুন। দলের নাম দেন উন্নতা উন্নয়ন পার্টি। জনতা উন্নয়ন পার্টির রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়েই সমস্যায় পড়েন হুমায়ুন। হুমায়ুনের দলের রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।

তখন কমিশনের তরফে জানা যায়, ইতিমধ্যেই জনতা উন্নয়ন পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রহুল আমিন নামে একজন এই নামে কমিশনে দলের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছেন। তারপরই হুমায়ুন তাঁর দলের নামের আগে 'আম' জুড়লেন। এখন থেকে তাঁর দলের নাম আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। সংক্ষেপে এজেইউপি। কমিশন সূত্রে খবর, রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুরের পর হুমায়ুনকে এ বার সংবাদপত্রে নতুন রাজনৈতিক দলের বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। ওই দল নিয়ে আপত্তি না থাকলে রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি দেবে কমিশন। তার পরে প্রতীকের জন্য আবেদন করা যাবে।

(৩ পাতার পর)

মনোনয়ন জমা দিয়ে মাদার টেরেজার প্রসঙ্গ টানলেন রাজীব

রয়েছে। এবার নতুন করে তৃণমূলের চার সদস্য যাচ্ছেন রাজ্যসভায়।

মনোনয়ন জমার পরে নিজের দায়িত্বের কথা বলতে গিয়েই মাদার টেরেজার প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি।তাঁর কথায়, মাদার টেরেজার একটা কথা তিনি খুব বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর তাঁকে এমন কোনও দায়িত্ব দেবেন না, যেটা তিনি সামাল দিতে পারবেন না। অর্থাৎ, তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী ঈশ্বর তাঁর জন্য কাজ ঠিক করে দেবেন। এতদিন যেভাবে কাজ করেছেন, দায়িত্ব সামলেছেন, এবারও সেই কাজ তিনি করবেন। অর্থাৎ আইপিএস হিসেবে যেভাবে নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠা নিয়ে করে এসেছেন, তেমন রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবেও তাঁকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা পালন করবেন তিনি। রাজীব কুমারের পাশাপাশি এদিন মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূলের বাকি ৩ জন প্রার্থীও। অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী, এবং বাবুল সুপ্রিয়ও এসেছিলেন বিধানসভায়। তাঁরাও জমা করেছেন মনোনয়ন। এদিন তাঁদের সঙ্গে হাজির ছিলেন অরূপ বিশ্বাস।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার মনোনয়ন জমা দিতে বিধানসভায় উপস্থিত হয়েছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তৃণমূলের ৪ জনের সঙ্গে তিনিও এদিন মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন। শুক্রবার রয়েছে স্ক্রুটিনি। আগামী ১৬ মার্চ রাজ্যসভার ভোটের দিন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এখনও পর্যন্ত কোনও অতিরিক্তপ্রার্থী মনোনয়ন জমা দেননি বলেই জানা গিয়েছে।

(৪ পাতার পর)

রাতভর বামেদের অবস্থান বিক্ষোভে মীনাক্ষী ও পিয়ালী বসাক

নেতা কর্মীরা রাস্তায় থাকবেন। গতকাল সারা-রাত ধরে অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে যান তাঁরা। এ দিন দেখা গেল রাস্তায় কালো ত্রিপল পেতে বসে রয়েছেন বাম নেতা কর্মীরা। সঙ্গ দিচ্ছেন মীনাক্ষী। তিনি বলেন, "বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে পার পাবে না কমিশন। বৈধ ভোটাররা লিস্টে থাকবেন না, কমিশনের অফিসাররা বহাল তবিয়তে থাকবেন এ দুটো একসঙ্গে হবে না। তবে একা মীনাক্ষীরা নন, এ দিন অবস্থান বিক্ষোভে সামিল এভারেস্ট জয়ী পিয়ালী বসাকও। তিনি বলেন, "জনগণের ট্যাক্সের টাকায় মাইনে পায় ওরা। আর এখন বাদ দিচ্ছে লোকজনকে? পাঁচ বছর ধরে তারা সাধারণ মানুষের ট্যাক্স এর টাকায় কি কড়লো? এভাবে তারা ভোটাধিকার কেড়ে নিতে পারে না।" চলছে বামেদের লড়াই। এখন দেখার সিইও কখন তাদের সঙ্গে দেখে করেন।

সিনেমার খবর

অরিজিতকে প্লেব্যাক না ছাড়ার অনুরোধ আমির খানের, বললেন 'আমাদের কী হবে'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলচ্চিত্রের নেপথ্য কণ্ঠদান থেকে অরিজিৎ সিংয়ের অবসর ঘোষণার খবরে যখন স্তম্ভিত গোটা দেশ, ঠিক তখনই প্রিয় গায়ককে সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ নিয়ে তার দুয়ারে হাজির হলেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান। গত মাসে অরিজিতের সেই আকস্মিক ঘোষণার পর থেকেই জল্পনা চলছিল যে, আমির খান তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

সম্প্রতি সামনে আসা একটি ভিডিওতে সেই মুহূর্তগুলোরই এক আবেগঘন চিত্র ধরা পড়েছে।

নিজের ছেলে জুনায়েদ খানের আসন্ন ছবি 'এক দিন'-এর টাইটেল ট্র্যাক রেকর্ড করতে অরিজিতের দেশের বাড়ি মুর্শিদাবাদে পৌঁছে যান আমির। সেখানে গিয়ে গায়ককে উদ্দেশ্য করে আমিরকে বলতে শোনা যায়, তুমি কোনো নতুন প্রজেক্ট নিচ্ছো না? হিন্দি ছবিতে কি আর গাইবে না? এমন করো না বন্ধু, তুমি না থাকলে আমাদের কী হবে? আমিরের এই আন্তরিক অনুরোধের ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তে ভাইরাল হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে অরিজিতের বাড়িতে কাটানো আমিরের সময়গুলো ছিল আভিজাত্যহীন ও ঘরোয়া।

ভিডিওতে দেখা যায়, অরিজিৎ পরম শ্রদ্ধায় আমিরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন

এবং দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরছেন। শুধু স্টুডিওর কাজ নয়, আমিরকে দেখা গেছে অরিজিতের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে, দাবা খেলতে এবং ঘরোয়া আড্ডায় গান গাইতে। এমনকি অভিনেতা যখন মেঝেতে বসে খাবার খাচ্ছিলেন, স্বয়ং অরিজিৎ তাকে পরিবেশন করছিলেন। রাতের খাবারের পর অরিজিতের স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ সারেন আমির। এরপর অরিজিতের স্কুটির পেছনে বসে গ্রাম ঘুরে দেখার মুহূর্তটি ছিল সবথেকে নজরকাড়া। বিদায়বেলায় অরিজিৎ আবারও প্রণাম করতে গেলে আমির নিজে নিচু হয়ে অরিজিতের পা ছুঁয়ে সম্মান জানান, যা ভক্তদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৭ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অরিজিৎ জানিয়েছিলেন যে, তিনি আর নতুন কোনো প্লেব্যাক অ্যাসাইনমেন্ট নেবেন না। শ্রোতাদের দীর্ঘদিনের ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লেখেন, এখন নতুন প্রজন্মের এগিয়ে আসা উচিত। যদিও তিনি মিউজিক তৈরি করা বন্ধ করবেন না বলে কথা দিয়েছেন, তবে বলিউডের জন্য আর গান না গাওয়ার সিদ্ধান্তটি তার ভক্তদের জন্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

এখন আমির খানের এই ব্যক্তিগত অনুরোধ অরিজিতের মন গলাতে পারে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে আছে সংগীতপ্রেমীরা।

লন্ডনে প্রেমে মজেছেন কৃতি শ্যানন, কে সেই কবির?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন ও তার চর্চিত প্রেমিক কবির বাহিয়ার সম্পর্ক নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই গুঞ্জন তুঙ্গে। বয়সে অভিনেত্রীর চেয়ে আট বছরের ছোট। কবির বাহিয়া কেবল একজন ব্যবসায়ী নন, তিনি ব্রিটেনের একজন মাল্টি-মিলিয়নেয়ার উত্তরাধিকারী। আর সেই ব্যবসায়ীকে নিয়ে এবার গুঞ্জন আগুনে ঘি ঢালল। এবার লন্ডনের রাস্তায় তাদের হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়ানোর একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে।

এখন বলা যায়, এবার বলি অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন আর সিঙ্গেল নন। মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব সেরে ফেলেছেন তিনি। এখন তো লুকোচুরি ভুলে খুল্লামখুল্লা প্রেমে মশগুল কৃতি। লন্ডনের কনকনে ঠান্ডায় কৃতি ও কবির বাহিয়াকে একে অপরের হাত ধরে হাঁটতে দেখা গেছে। সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন আনুষ্ঠানিকভাবে তা স্বীকার করেননি।

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, কৃতি শ্যানন ও কবির বাহিয়া দুজনেই স্টাইলিশ উইন্টার পোশাকে সজ্জিত। একে অপরের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করতে করতে তারা লন্ডনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। মাঝেমধ্যেই তারা একে অপরের হাত ধরে হাঁটছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে— কে এই ব্যবসায়ী কবির বাহিয়া? লন্ডনের এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান তিনি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী লন্ডনে বসবাসকারী কুলজিন্দর বাহিয়ার ছেলে কবির বাহিয়া। যার সাউথহল ট্রাভেল নামের একটি বিশাল ব্যবসার সাম্রাজ্য রয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট মহলের সঙ্গেও কবির বাহিয়ার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। বিশেষ করে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও হার্দিক পান্ডিয়ার পরিবারের সঙ্গে কবিরকে প্রায়ই দেখা যায়। এর আগে কৃতি শ্যাননের জন্মদিনে গ্রিসের ভ্যাকেশনেও কবিরকে দেখা গিয়েছিল। সেই থেকে তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন জোরালো হয়। কবির বাহিয়ার পরিবার লন্ডনের অন্যতম ধনী এশিয়ান পরিবার।

২০২১ সালের 'সানডে টাইমস রিচ লিস্ট' অনুযায়ী, বাহিয়া পরিবারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪২৭ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকারও বেশি।

হিন্দিতে বক্তব্য শুরু করে 'বাফটা'র মঞ্চে নজির আলিয়া ভাটের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক মঞ্চ। চারদিকে হলিউডের বড় বড় অভিনেতাদের ভিড়। তার মাঝেও নজর কাড়লেন উপস্থাপিকা বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। শরীরে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ। মুখে হিন্দি ভাষা। লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে 'বাফটা'র মঞ্চে দাঁড়িয়ে আলিয়া যেন প্রমাণ দিলেন তিনি 'সাচ্চা ভারতীয়'। যদিও এর আগে মেটগালার লালগালিচা ও কানের মঞ্চ কাঁপিয়েছেন এ অভিনেত্রী। এবার বাফটায় নিজেকে প্রমাণ করলেন আলিয়া ভাট।

সামাজিক মাধ্যমে বাফটার অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিওটিতে স্পষ্ট দেখা গেছে— হিন্দিতে 'নমস্কার' বলে উপস্থাপনা শুরু করেন আলিয়া। তিনি গড়গড় করে বললেন, 'আগলা অ্যাওয়ার্ড এক অ্যাইসি ফিল্ম কে লিয়ে হ্যায়, জো আংরেজি মে নাহি হে।' অর্থাৎ যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়— 'এবারের পুরস্কার এমন একটি ছবি জিতেছে, যেটি ইংরেজিতে তৈরি নয়।'

এরপর অবশ্য তিনি নিজেও ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। নিজের মাতৃভাষার প্রতি আলিয়ার আবেগে মুগ্ধ ভক্ত-অনুরাগীরা। সামাজিক মাধ্যমে তাই নিমেষে ভাইরাল ভিডিওটি। সবাই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাফটার মঞ্চে গুচির পোশাকে তাক লাগালেন অভিনেত্রী। রুপালি সিক্যুয়েন্সের হল্টার নেক গাউনে অনবদ্য কাপুরবধূ। সঙ্গে সাদা লোমশ স্টোল। সব মিলিয়ে যেন অনন্য রণবীর ঘরনি। কোন কোন হলিউড-বলিউড তারকা তার অনুপ্রেরণা, তা স্পষ্ট করেন আলিয়া। জানান কেশসজ্জার জন্য ফরাসি অভিনেত্রী ব্রিগিট বার্ডট, ইতালীয় মডেল-অভিনেত্রী মনিকা বেলুচির শরীরী ভঙ্গিমা এবং সৌন্দর্যের নিরিখে রেখার গুণমুগ্ধ তিনি। নিজের ছোট্ট মেয়ে রাহাই যে তার আসল অনুপ্রেরণা, তাও জানান আবেগঘন তারকা।

আলিয়া বলেন, আমি বারবার বলেছি অ্যাকশন শুনেই আমার জন্ম। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারা আমার কাছে বড় আশীর্বাদ। অভিনয় জগতে আসতে পেরে আমি ধন্য। তবে সত্যি আমার আসল অনুপ্রেরণা ছোট্ট রাহা। একেবারে ফুলের মতো। সবে তিন বছর বয়স। কী সুন্দর আমার গানে নাচে। আমি যেন নিজেকে দেখতে পাই।

এর আগে ইতালিয়ান ব্র্যান্ড গুচির শাড়িতে কানের রেড কার্পেটে যেন ঝড় তুলেছিলেন অভিনেত্রী আলিয়া। তার আগে মেটগালার লালগালিচায় পশ্চিমা বিনোদুনিয়ার তারকাদের ভিড়ে হেঁটে তাক লাগিয়েছিলেন তিনি। এবার বাফটায় নিজেকে প্রমাণ করলেন আলিয়া।

অ্যালেনের রেকর্ডগড়া সেঞ্চুরিতে আফ্রিকাকে উড়িয়ে ফাইনালে নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জয়ের জন্য বাকি ১ রান আর ফিন অ্যালেনের সেঞ্চুরি করতে প্রয়োজন ৪ রান। মার্কো ইয়ানসেনের বলে বাউন্ডারি মেরে দিলেন অ্যালেন। হয়ে গেল ইতিহাসগড়া সেঞ্চুরি আর ফাইনালের টিকেট পেয়ে গেল নিউজিল্যান্ড।

কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বুধবার সন্ধ্যায় প্রথম সেমি-ফাইনাল ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৯ উইকেটে জেতে নিউজিল্যান্ড। আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৬৯ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ১২.৫ ওভারেই ম্যাচ জিতে নেয় কিউইরা।

নিউজিল্যান্ডকে অনায়াস জয় এনে দেওয়ার নায়ক অ্যালেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের কচুকাটা করে ১০ চারের সঙ্গে ৮টি ছক্কা মেরে মাত্র ৩৩ বলে সেঞ্চুরি করে বিধ্বংসী কিউই ওপেনার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড এটিই।

আগের দ্রুততম সেঞ্চুরি ছিল দ্য ইউনিভার্স বস, ক্রিস গেইলের (৪৭ বলে)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠল নিউজিল্যান্ড। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০২১ সালের বিশ্বকাপেও শিরোপা নির্ধারণী মঞ্চে উঠেছিল তারা। তবে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নপূরণ হয়নি তাদের।

অন্য দিকে গত আসরের ফাইনাল হেরে যাওয়ার পর চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইটে টানা সাত ম্যাচ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু সেমি-ফাইনালের বাধা পার করে আর ফাইনালে উঠতে পারল না এইডেন মার্করামের দল।

রান তাড়ায় পাওয়ার প্লেতে ম্যাচের ভাগ্য ঠিক করে ফেলেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার ফিন অ্যালেন ও টিম সেইফার্ট। ভাগ্যের ছোঁয়াও অবশ্য পান দুজন। প্রথম ওভারে মার্কো ইয়ানসেনের বলে অল্পের জন্য কট বিহাইন্ড হননি সেইফার্ট।

পরের ওভারে কাগিসো রাবাদার বলে আবার ক্যাচ দেন সেইফার্ট। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে ক্যাচটি নিতে পারেননি কুইন্টন ডি কক ও দেওয়াল্ড ব্রেভিস। জীবন পেয়ে বিধ্বংসী ব্যাটিং শুরু করেন সেইফার্ট। তৃতীয় ওভারে ইয়ানসেন ও পঞ্চম ওভারে রাবাদার বলে মারেন একটি করে চার-ছক্কা।

পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে টর্নেডো বইয়ে দেন আরেক ওপেনার অ্যালেন। করবিন বশের বলে ছক্কার পর টানা ৪টি চার মেরে নিয়ে নেন ২২ রান। প্রথম ৬ ওভারে ৮৪ রান করে ফেলে নিউজিল্যান্ড।

পাল্লা দিয়ে রান তোলার মিশনে ২৮ বলে ফিফটি স্পর্শ করেন সেইফার্ট। আর তাকে ছাড়িয়ে যান অ্যালেন। নবম ওভারে কেশব মহারাজের বলে ছক্কা-চার মেরে মাত্র ১৯ বলে পঞ্চাশ করেন সেইফার্ট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ডের হয়ে এটিই দ্রুততম ফিফটি।

পরের ওভারে ভাঙে বিধ্বংসী উদ্বোধনী জুটি। রাবাদার দারুণ ডেলিভারিতে বোল্ড আউট হয়ে ফেরেন ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৩৩ বলে ৫৮ রান করা সেইফার্ট।

এরপর আর তেমন সময় নেননি অ্যালেন। রাচিন রবীন্দ্র সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে মাত্র ২২ বলে ৫৬ রান যোগ করেন এই ওপেনার। যেখানে রবীন্দ্র অবদান ১১ বলে ১৩ রান। বাকি রান একাই করে দলকে জেতান অ্যালেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা একদমই ভালো ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকার। দ্বিতীয় ওভারে কোল ম্যাকঙ্কির পরপর দুই বলে ড্রেসিং রুমে ফিরে যান কুইন্টন ডি কক (৮ বলে ১০) ও রায়ান রিকেল্টন (১ বলে ০)।

শুরুর চাপ সামলে দলকে এগিয়ে নেন এইডেন মার্করাম ও দেওয়াল্ড ব্রেভিস। তবে রানের গতি বাড়াতে পারেননি দুজন। ৪৩ রানের জুটি গড়ে তারা খেলেন ৩৫ বল। রাচিন রবীন্দ্রর বলে ছক্কা মারতে গিয়ে লং অনে ড্যারেল মিচেলের দারুণ ক্যাচে আউট হন মার্করাম (২০ বলে ১৮)।

ডেভিড মিলার বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। মাত্র ৬ রান করে আউট হন তিনি। লম্বা সময় ক্রিজে থেকে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ২৭ বলে ৩৪ রান করে আউট হন ব্রেভিস। মাত্র ৭৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় কিউইরা।

সেখান থেকে দলকে উদ্ধার করেন মার্কো ইয়ানসেন ও ট্রিস্টান স্টাবস। পাল্টা আক্রমণে দুজন মিলে ৪৮ বলে গড়ে তোলেন ৭৩ রানের জুটি। যেখানে ইয়ানসেনই রাখেন বড় অবদান। আর স্টাবসের ব্যাট থেকে আসে ২ চার ও ১ ছক্কায় ২৪ বলে ২৯ রান।

শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে ২ চারের সঙ্গে ৫টি ছক্কা মেরে ২৯ বলে ৫৫ রান করেন ইয়ানসেন। তার ব্যাটেই লড়াইয়ের পুঁজি পায় প্রোটিয়ারা। যদিও শেষ পর্যন্ত জয়ের জন্য এটি শেষ পর্যন্ত জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন ম্যাট হেনরি, রবীন্দ্র ও ম্যাকঙ্কি।

টি-টোয়েন্টি বাবরের জন্য নয় : শোয়েব আখতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ পাকিস্তানি ব্যাটার বাবর আজম। এবার তার ব্যর্থতার জেরে কঠোর মন্তব্য করেছেন সাবেক পাকিস্তানি পেসার শোয়েব আখতার। সাবেক এই কিংবদন্তী পেসারের মতে, বাবরের ভাবা উচিত ছিল, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তার জন্য না। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এমনটিই বলেছেন শোয়েব আখতার।

চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচে ২২ গড়ে ১১৫.৭৮ স্ট্রাইক রেটে বাবরের রান মাত্র ৬৬। বেশিরভাগ ম্যাচেই ধীরগতির শুরু করেছেন তিনি। নেদারল্যান্ডস ও ভারতের বিপক্ষে বাজে শটে উইকেট হারিয়ে বিশ্লেষকদের কাছে সমালোচনার মুখে পড়েন।

শোয়েব আখতার বলেন, সবার আগে বাবরের ভাবা উচিত ছিল, এই ফরম্যাটটা তার জন্য নয়। আর যদি বাবরকে খেলাতেই হয়, তাহলে তাকে প্রথম ছয় ওভারে ব্যাট করাতে হবে। বিষয়টি খুবই সহজ।

চলতি আসরে বাবরকে চার নম্বরে খেলানো হচ্ছে। নামিবিয়ার বিপক্ষেও তাকে নিচে নামানো হয়। কিন্তু সেখানে তিনি ব্যাটই করতে পারেননি। কোচ মাইক হেসন জানান, পাওয়ারপ্লেতে কম স্ট্রাইক রেটের কারণেই তাকে চার নম্বরে নামানো হয়েছে।

এদিকে, এই যুক্তি মানতে নারাজ পাকিস্তান দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ হাফিজ। তার মতে, বাবর চার নম্বরের ব্যাটার নন; ওপেনার বা তিন নম্বরেই তাকে খেলানো উচিত।

বৃষ্টিতে বাগড়ায় কলম্বোয় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সুপার এইটের ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় পাকিস্তান পেয়েছে এক পয়েন্ট। এর গ্রুপপর্বের চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জিতে নিজেদের গ্রুপে দ্বিতীয় সেরা হয়ে সুপার এইটে ওঠে পাকিস্তান। তবে তিন ম্যাচ জিতলেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে হেরে যায় সালমান আগার দল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR